মহাত্মা গাঁধী

প্রথম খণ্ড

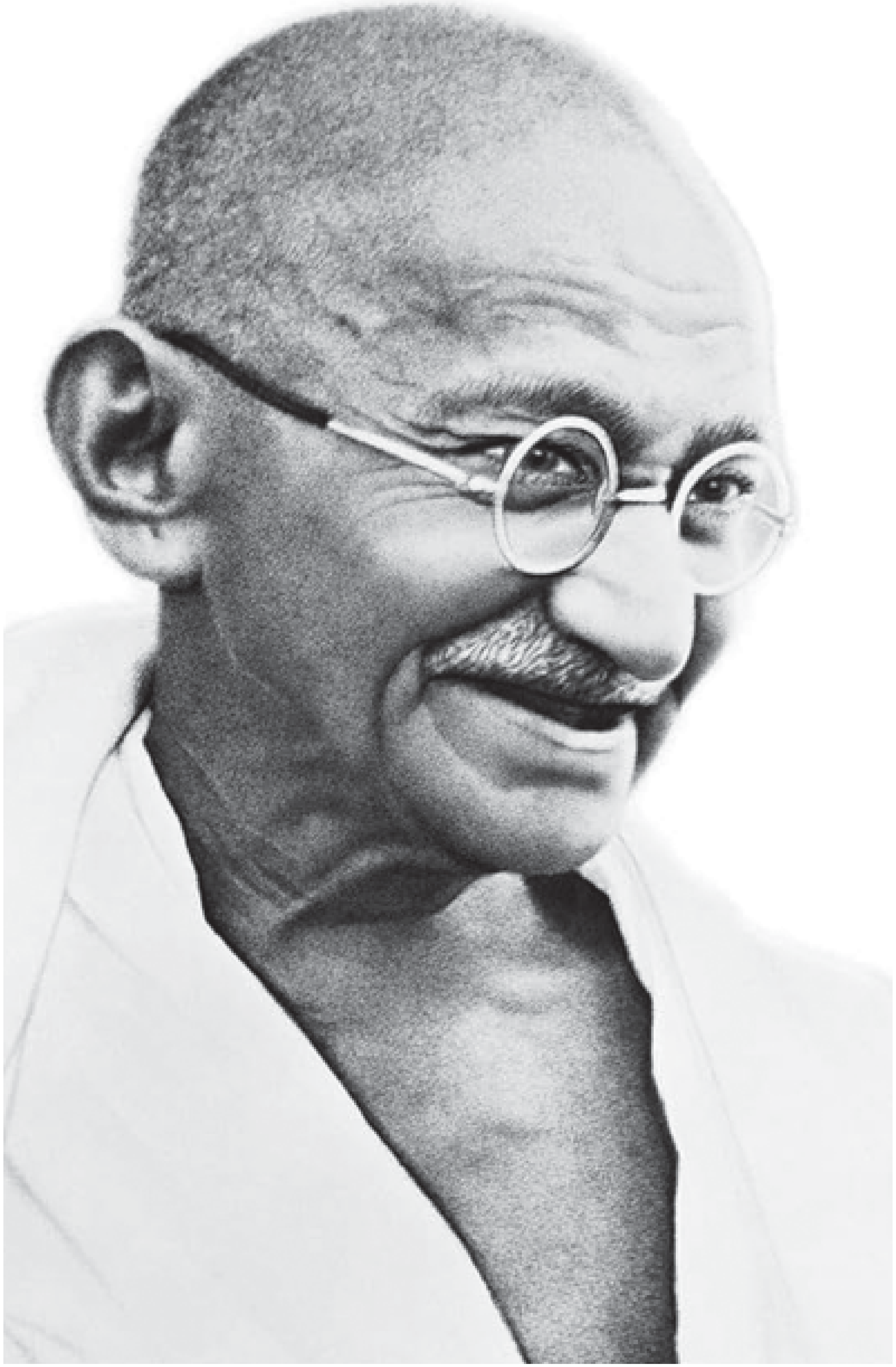

মহাত্মা গাঁধী

বিপুল রঞ্জন সরকার

প্রথম খণ্ড

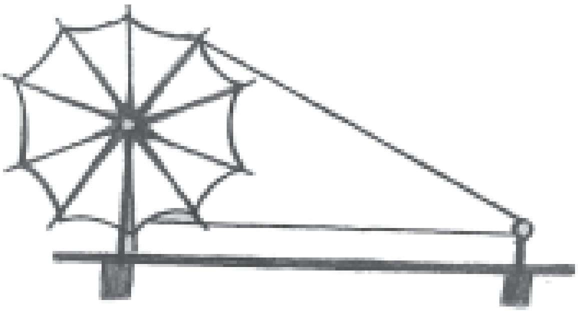

পুনশ্চ

MAHATMA GANDHI
Volume I : Jiban O Bani (*Life and Message) 1-52 Chapters*
A Biography of Mahatma Gandhi
by Bipul Ranjan Sarkar

First Published
August 2025

ISBN 978-81-7332-528-1

Price
₹ 975

প্রথম সংস্করণ
আগস্ট, ২০২৫

দাম
₹ ৯৭৫

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

পরম স্নেহময়ী জননী

প্রমীলাপ্রভা সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

জীবন ও বাণী

প্রথম পর্ব

‘*To practise Non-violence in mundane matters is to know its true value. It is to bring heaven upon earth. There is no such thing as the other world. All worlds are one. There is no here “and no” there. As Jeans has demonstrated, the whole universe including the most distant stars, invisible even through the most powerful teleschope in world, is compressed in an atom....- [Fasting in Non-violent Action, 26.7.1942, Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. 83 p. 124].*

সূচিপত্র

মহাত্মা গাঁধী ঃ প্রথম খণ্ড

জীবন ও বাণী

প্রথম পর্ব

প্রস্তাবনা	....	১১
১. মিথ অ্যান্ড রিয়ালিটি	....	২১
২. শৈশব	....	৩৫
৩. সত্যবাদিতা	....	৪২
৪. বাল্যবিবাহ	....	৪৪
৫. বয়ঃসন্ধি	....	৪৬
৬. প্রবাসে	....	৫০
৭. ব্রিফলেস ব্যারিস্টার	....	৫৮
৮. অবাঞ্ছিত অতিথি-(১)	....	৬০
৯. স্বদেশে-(১)	....	৭১
১০. অবাঞ্ছিত অতিথি-(২)	....	৭৬
১১. স্বদেশে-(২)	....	৮৩
১২. অবাঞ্ছিত অতিথি-(৩)	....	৯১
১৩. সত্যাগ্রহ	....	১০৫
১৪. হিন্দ্‌স্বরাজ	....	১১৯
১৫. স্বদেশ, প্রিয় স্বদেশ	....	১২৪
১৬. মহাত্মার জন্ম	....	১৩০
১৭. অরাজনৈতিক মঞ্চ	....	১৩৫
১৮. অরাজনৈতিক রাজনীতি	....	১৪৪
১৯. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড	....	১৪৯
২০. খিলাফত আন্দোলন	....	১৫৪
২১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে	....	১৫৬
২২. ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশন	....	১৬৩
২৩. শান্তিনিকেতনে	....	১৬৮
২৪. রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতপার্থক্য	....	১৭৪

২৫.অসহযোগ আন্দোলন ১৮৩
২৬.ঐতিহাসিক বিচার ১৯৮
২৭.ভারতে প্রথম কারাবাস ও অসুস্থতা ২০২
২৮.রাজনৈতিক মঞ্চে অনুপস্থিতি ২১০
২৯.গঠনমূলক কর্মসূচি ২২২
৩০. লবণ সত্যাগ্রহ ২২৯
৩১. খাদি ২৪২
৩২.গাঁধী-আরউইন চুক্তি ২৪৯
৩৩. ভগৎ সিং ২৫২
৩৪.ধর্ম ২৫৯
৩৫. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ২৭১
৩৬. দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ২৭৭
৩৭. মহাকাব্যিক অনশন ২৯১
৩৮. সত্যাগ্রহ বীরের ধর্ম, কাপুরুষের নয় ৩০৬
৩৯. পরিবারের পরিসরে ৩১২
৪০.রাজভক্তি ও মোহমুক্তি ৩২১
৪১.নেতাজি সুভাষ ৩২৭
৪২.দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রেক্ষিতে ৩৫৬
৪৩.ক্রিপস্ মিশন ৩৬০
৪৪.ভারত ছাড়ো ৩৬৩
৪৫.ব্রহ্মচর্য ৪০৫
৪৬.ভারত বিভাগ ৪৩৫
৪৭.স্বাধীনতা দিবসে ৪৭৫
৪৮.স্বাধীন ভারতে প্রথম অনশন ৪৭৯
৪৯.সম্প্রীতির স্বার্থে শেষ অনশন ৪৮৯
৫০. হত্যার ষড়যন্ত্রজাল ৫০৩
৫১. মহাপ্রয়াণ ৫১৫
৫২.উত্তরাধিকার ৫২৮
নির্ঘন্ট ৫৩৭

প্রস্তাবনা

মহাত্মা গাঁধী। তাঁকে নিয়ে লেখা। কেন? কারণ, তাঁর মধ্যে সাঙ্গীভূত ভারতীয় সংস্কৃতির সারাৎসার। অতীতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার উত্তরাধিকার এক এবং এককভাবে যদি কেউ বহন করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি গাঁধীজি। এমন বহুমাত্রিক চরিত্র ভারতেতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। বৈচিত্র্যময় ভারতে বহুত্ববাদের সার্থক এবং সফল প্রকাশও এভাবে কোনও চরিত্রে ঘটেনি। মহাকাব্যের মহানায়কোচিত সর্ববিধ গুণের সমাবেশ তাঁর চরিত্রে। বাদ শুধু হিংসা। উপরন্তু, মহানায়কের চরিত্রে অনুপস্থিত এমন বহুবিধ বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রে সন্নিবেশিত ।

উদারতা এবং সহিষ্ণুতার অসামান্য সমাবেশে মহিমান্বিত গাঁধীজি। হিংসাবিবর্জিত এই মানুষটি সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের নীতিতে বিশ্বাসী নন। তিনি সকল মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ-কামনায় আত্মোৎর্গীকৃত। বিংশ শতক রক্তক্ষয়ী শতাব্দী রূপে হিংসায় অতীতের সব ইতিহাস ছাড়িয়ে যায়। শুধু দু'টি বিশ্বমহাযুদ্ধেই প্রায় আট কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে মহাত্মা গাঁধী। অহিংসায় পূর্ণ আস্থা। অর্থপূর্ণ অস্তিত্ব নির্বাহের জন্য অহিংসাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিকল্প, এ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় সুদৃঢ়। তিনি গৌতম বুদ্ধ কিংবা জিশু খ্রিস্ট নন এই অর্থে যে, তিনি ধর্মপ্রচারক নন, তাঁর বিচরণভূমি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র সহ সুবৃহৎ মানব-জগৎ। এক্ষেত্রে তিনি তুলনারহিত অথবা তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর মানবিক মুখ এতই উজ্জ্বল যে, কেউ তাঁকে মন্দির-প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখার স্পর্ধা প্রদর্শন করেননি। হত্যাকারীর জন্য মন্দির নির্মিত হতে পারে, হোক। কিন্তু তাঁর জন্য নয়। জীবনই তাঁর বাণী। সুগ্রথিত সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করেই প্রকৃত গাঁধীকে খুঁজে পাওয়া যায়। জীবদ্দশায় তাঁকে কেন্দ্র করে বিশ্বের কৌতূহল। এই আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। প্রতিটি দশকে তাঁর জীবন ও বাণী, দেশ এবং বিশ্বের দরবারে নব নব বার্তা পৌঁছে দেয়। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি উত্তরাধুনিকতার অগ্রদূত রূপে চিহ্নিত। শুধু সত্য এবং অহিংসা নয়, অর্থনীতি, পরিবেশ-সংরক্ষণ সহ বহুবিধ বিষয়ে তাঁর প্রদর্শিত পন্থা এবং প্রদত্ত বার্তা জগৎসভায় চর্চিত। তাই একবিংশ শতকে গাঁধীজির জীবন ও বাণীর পুনর্মূল্যায়ন বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর নানা দেশে, বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ভাষায় গাঁধীচর্চার প্রসার তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর দর্শনের ব্যবহারিক উপযোগিতাও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কারণ, গাঁধীবাদ ফলিত দর্শন।

বাংলায় গাঁধীজিকে নিয়ে মনীষী এবং শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনেকেই লেখেন, বহু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। জীবনীও রচিত হয়। তথাপি একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তাঁর জীবন ও বাণী নিয়ে চর্চা প্রয়োজন, কারণ, ইতোমধ্যে অনেক নতুন তথ্য, নানা গবেষণায় সামনে উঠে এসেছে। প্রায় পূর্ণাঙ্গ জীবন সহ বহুমাত্রিক চরিত্রের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান গ্রন্থটি নিবেদিত। সংক্ষেপে, কারণ প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতা এত বেশি যে পূর্ণাঙ্গ এক বা একাধিক গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমেই সুবিচার করা সম্ভব। ক্রমানুসারে জীবনচিত্র একটা পর্যায় পর্যন্ত তুলে ধরা হলেও অবশিষ্ট যে বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হয়, তা নির্বাচিত। সীমাবদ্ধতা বা অপূর্ণতার দায় গ্রন্থকার অকপটে স্বীকার করেন।

স্বল্প পরিসরে মহাত্মার জীবনের বহুমাত্রিকতা এবং বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াসে আন্তরিকতায় কোনও অভাব ঘটেনি। গ্রন্থটি তিনটি খন্ডে বিভক্ত।

প্রথম খন্ড ঃ জীবন ও বাণী (প্রথম পর্ব) ৫২ (১-৫২)টি অধ্যায়।

দ্বিতীয় খন্ড ঃ জীবন ও বাণী (দ্বিতীয় পর্ব) ৩২ (৫৩-৮৪) টি অধ্যায়।

তৃতীয় খন্ড ঃ ১. অস্পৃশ্যতাবিরোধী অভিযান ২. বঙ্গযোগ (নোয়াখালি সফর সহ)।

‘জীবন ও বাণী’ পর্ব আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। পাঠকের সুবিধার্থে দু’টি খন্ডে বিন্যস্ত। নির্ঘন্ট পৃথকভাবে প্রথম দু’টি খন্ডে প্রদত্ত হয়েছে। পাদটীকা ও প্রমাণপঞ্জি এবং জীবনপঞ্জি সহ পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত দ্বিতীয় খন্ডের শেষে। প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনায় প্রদত্ত উদ্ধৃতি গাঁধীজিব রচনা থেকে সংগৃহীত। সাধারণভাবে বাংলা আকাদেমি বানানবিধি অনুসরণের প্রয়াস করা হয়েছে। অন্যত্র উদ্ধৃতির অন্তর্বর্তী অংশে বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

আটানব্বই খন্ডে প্রকাশিত গাঁধীজির রচনা বৈচিত্র্য বিস্ময়কর, রচনাশৈলী অনন্যসাধারণ। গাঁধীজিকে পাঠ করা সুখকর অভিজ্ঞতা। গল্প-উপন্যাস-কাব্য-মহাকাব্যের তুলনায় আকর্ষণ এতটুকু কম নয়। নেতি বা হতাশার কোন স্থান গাঁধীজির জীবন ও বাণীতে নেই। সবই ইতিবাচক। একই জীবন ও কর্মকান্ড বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে। প্রতিটি যুগে গাঁধীজিকে নতুন করে চেনার ও পাবার অবকাশ আছে। একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় অনালোকিত বহু তথ্য জনসমক্ষে আসার পর বিষয়টির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী ‘মহাত্মা’ হওয়ার আগেই তাঁর জীবনী রচিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়, ১৯০৯ সালে। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। রচয়িতা জোসেফ জে. ডোক। গ্রন্থটিতে মোহনদাসের কর্মজীবন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হয়। প্রবাসী ভারতীয়দের ন্যূনতম মানবিক অধিকার রক্ষার্থে তাঁর উদ্ভাবন সত্যাগ্রহ। জীবদ্দশায় তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত হয় অসংখ্য গ্রন্থ, কাব্য, জীবনী। শুধু ভারতীয় নয়, ইংরেজি সহ অপরাপর ভাষায় সেগুলি প্রকাশিত। ১৯১৫-য় ভারতে স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্র সম্ভাষণে তিনি ‘মহাত্মা’। ১৯২০-এর দশকে তাঁর রচিত আত্মজীবনী - ‘সত্যের প্রয়োগ’ এবং ‘দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ’ প্রকাশিত হবার পর তাঁর প্রায় অর্ধ শতকের জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাঠক লাভ করে। রম্যাঁ রল্যাঁ সহ অনেকে দেশে বিদেশে তাঁর জীবন ও বাণী সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতে প্রকাশ্য মঞ্চে যাপিত গাঁধীজির জীবন। নতুন উপকরণ সামনে আসে। প্রয়োজন হয় নব নব মূল্যায়নের। গাঁধীজির মৃত্যুর পর প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন ডি. জি. তেন্ডুলকর। গাঁধীজির মুদ্রিত গ্রন্থ, রচনা, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন প্রভৃতি আশ্রয় করে আট খন্ডে বিভক্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ‘মহাত্মা ঃ লাইফ অব মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী’ প্রকাশিত হয় ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ কালপর্বে। গ্রন্থগুলির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ ১৯৬৩-র মধ্যে সম্পন্ন হয়। মহাত্মা গাঁধী সম্পর্কে এমন পূর্ণাঙ্গ জীবনী আগে রচিত হয়নি। লেখকের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন গভীর প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত লুই ফিশারের ‘দি লাইফ অব মহাত্মা গাঁধী’ আরেকটি বিশ্ববিশ্রুত জীবনী। সুললিত ইংরেজি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

পরবর্তী সময়ে দশটি খন্ডে প্রকাশিত প্যারেলাল নায়ার এবং তাঁর ভগ্নী সুশীলা নায়ারের রচনা অসাধারণ এক সৃষ্টি। প্যারেলাল (১৮৯৯-১৯৮২) মহাত্মা গাঁধীর ব্যক্তিগত সচিব এবং সুশীলা নায়ার (১৯১৪-২০০১) গাঁধীজির ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং অনুগামী। উভয়েই বহু বৎসর গাঁধীজির সান্নিধ্যে